যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

মঞ্জুরি কমিশনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাবিতে ১১ শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে

রাজশাহী ও রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আরও ১১ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। ৪ জুলাই এ সংক্রান্ত নির্বাচনী বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংকটের কারণে মঞ্জুরি কমিশন আগামী দু'বছরের জন্য নিয়োগের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ জন্য মঞ্জুরি কমিশনের সচিব ২০ মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি দেয়। মৃত্যু কিংবা অবসরজনিত শূন্য পদেও পরবর্তী দু'বছর নিয়োগ দিতে কমিশন নিষেধ করে। বর্তমান বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১৪ কোটি টাকা।

সর্বশেষ প্রভাষক নিয়োগের জন্য যে বাছাই সম্পন্ন হয়েছে তার সংখ্যা হল পপুলেশন সায়েন্স-৬, লোক প্রশাসন-৩ এবং সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগে ২ জন।

নির্বাচনেও অনিয়মের অভিযোগ

এদিকে পপুলেশন সায়েন্স বিভাগে শিক্ষক নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রভাষকের তিনটি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ছয় জনকে বাছাই করা হয়েছে। উপাচার্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খানের সভাপতিত্বে ৪ জুলাই নির্বাচনী বোর্ডের এই সভা হয়েছে। এতে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের মনোনয়ন না দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মোট ১৪ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১১ জন নির্বাচনী বোর্ডের সভায় উপস্থিত হন। এই ১১ জনের মধ্যে ২ জনের চারটি প্রথম বিভাগ ছিল। কিন্তু যে ছয় জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ছাড়া কারও চারটি প্রথম শ্রেণী নেই। যে ছয় জনকে মনোনীত করা হয়েছে তাদের মধ্যে চার জনের দুটি (অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়), এক জনের তিনটি এবং আরেক জনের চারটি প্রথম শ্রেণী রয়েছে। তবে শেষোক্ত জন অ্যাডহক ভিত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, চারটি প্রথম শ্রেণী থাকা সত্ত্বেও শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে পাপিয়া সুলতানার চাকরি হয়নি। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। তার নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ চৌধুরী সুপারিশ করলেও কাজ হয়নি। জানা গেছে, পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের ছয়টি পদ ৪ ও ২ এই সংখ্যায় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতপন্থীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে।